যুগান্তর

18 APR 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশি দামে বিশ হাজার ল্যাপটপ কেনা হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা

প্রায় তিন সপ্তাহ আগে ২০ হাজারেরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য ল্যাপটপ কেনার সিদ্ধান্ত আর বহাল থাকছে না। মূল্যায়ন কমিটিকে পাশ কাটিয়ে এখন টেলিফোন শিল্প সংস্থা থেকে বেশি দামেই ল্যাপটপ কেনার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সরকার। আজ সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে ২০ হাজারেরও বেশি ল্যাপটপ কেনার প্রস্তাব উপস্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে। যার প্রতিটি ল্যাপটপের দাম পড়বে ৫৩ হাজার ৩২৬ টাকা ৫০ পয়সা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২৫ মার্চ একই কমিটিতে এসব ল্যাপটপ কেনার প্রস্তাব এসেছিল। সে সময় সিদ্ধান্ত হয়, টেলিফোন সংস্থা থেকে সরাসরি না কিনে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে তা কেনা হবে। এ ব্যাপারে মূল্যায়ন কমিটি উল্লেখ করেছিল, ল্যাপটপ সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশ্বের অনেক নামিদামি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। গুণগত মানসম্মত ল্যাপটপ পেতে হলে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করাই যুক্তিযুক্ত। তারা আরও উল্লেখ করেছিল, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ল্যাপটপ কেনা হলে প্রতিযোগিতামূলক দর পাওয়া যাবে। এর পাশাপাশি ল্যাপটপের গুণগত মানসহ নিরীক্ষণ, সার্ভিসিং ও পরিচালনার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা যাবে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় টেলিফোন শিল্প সংস্থা থেকে দোয়েল ল্যাপটপ কেনার জন্য নতুন করে উদ্যোগ নিয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা জানান, সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ল্যাপটপ কেনা হলে এ প্রতিষ্ঠানের একটি শক্ত ভিত তৈরি হবে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো টেলিফোন শিল্প সংস্থা থেকে ল্যাপটপ কেনার উৎসাহ পাবে।

ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক আজ

গত বছর ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেছিলেন, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ কেনা হলে এর প্রতিটির মূল্য হবে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকার মধ্যে। তবে তিনি বেশি সংখ্যক ল্যাপটপের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন।

২৫ মার্চ সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বৈঠকে কোন কোন মন্ত্রী প্রশ্ন রেখেছিলেন, এতগুলো ল্যাপটপ সরবরাহ করার সক্ষমতা টেলিফোন শিল্প সংস্থার রয়েছে কিনা। একই সঙ্গে এতগুলো ল্যাপটপের রক্ষণাবেক্ষণ, সার্ভিসিংসহ উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে তাও স্পষ্ট নয়। তবে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয়, টেলিফোন শিল্প সংস্থা থেকে সরাসরি না কিনে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে ল্যাপটপ কেনা হবে। কিন্তু তা আর হচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে।

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একনেক বৈঠকে 'আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন' একটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৫৬ কোটি টাকা। এর মূল উদ্দেশ্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা দান করা। এর পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়ানো ও শ্রেণীকক্ষে পাঠদান আরও আকর্ষণীয় করা। বিদ্যমান সংযোগ রয়েছে এরকম ২০ হাজার ৫০০টি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় প্রকল্পের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া

ল্যাপটপ : পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

ল্যাপটপ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ক্লাস রুম স্থাপন করা হবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান থেকে একজন করে ২০ হাজার ৫০০ শিক্ষককে ডিজিটাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।